বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

১৫ নভেম্বর

রেল দিবস ২০২১

১৫৯ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে

বাংলাদেশ রেলওয়ে'র

সকল যাত্রী ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই

আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

বাংলাদেশ রেলওয়ে
রেলপথ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে অতিদ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত রেলওয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনর্বাসনের কাজ শুরু করেন। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে রেলওয়ের ক্ষতিগ্রস্ত হার্ডিঞ্জ ব্রীজ, ভৈরব সেতু, তিস্তা সেতুসহ অসংখ্য রেল সেতু, কালভার্ট, রেললাইন, রেল ইঞ্জিন, কোচ, ওয়াগন মেরামত করে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করেন। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র নেতৃত্বে বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় শরিক হয়ে বাংলাদেশ রেলওয়েকে নিরাপদ, সাশ্রয়ী, আধুনিক ও পরিবেশ বান্ধব গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে অদ্যাবধি সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

"রূপকল্প-২০২১" এর সাফল্যের ধারাবাহিকতায় উন্নয়নের অগ্রযাত্রা চলমান রাখার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার "রূপকল্প ২০৪১" গ্রহণ করেছে। এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১ দলিলটি সরকারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথ নকশা। ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের অবসান ও উচ্চ-মধ্যম আয়ের সোপানে উত্তরণ, ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যতা অবলুপ্তিসহ উচ্চ-আয়ের উন্নত দেশের মর্যাদায় অধিষ্ঠিতকরণে সরকার নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ে নিরাপদ, সাশ্রয়ী, আধুনিক ও পরিবেশ বান্ধব, গণপরিবহন মাধ্যম। বাংলাদেশের রেলযোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলে জনসাধারণের যাতায়াত সহজতর, পরিবহন ব্যয় বহুলাংশে হ্রাস, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এছাড়াও শিল্পায়নের বিকেন্দ্রীকরণ, দারিদ্র্যতা হ্রাস ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। রেলওয়ের প্রশাসনিক সংস্কার, অপারেশন ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে ২১ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে এগিয়ে যাচ্ছে।

১৮৬২ সালে ১৫ নভেম্বর কুষ্টিয়ার জগতি হতে দর্শনা পর্যন্ত ৫৩.১১ কি: মি: ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণের মাধ্যমে এদেশে রেলওয়ের যাত্রা শুরু হয়। এ দিনকে স্মরণ করে বাংলাদেশ রেলওয়ে ১৫ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ প্রথমবারের মতো রেল দিবস উদযাপন করে। ১৫৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে ১৫ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিঃ বাংলাদেশ রেলওয়ে রেল দিবস-২০২১ উদযাপন করছে। দিবসটি উদযাপনের মাধ্যমে রেলওয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অংশীজনের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন এবং সেতুবন্ধন তৈরি হবে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রাতিষ্ঠানিক প্রধান কার্যালয়- মহাপরিচালকের দপ্তর, রেলভবন, ঢাকা। বাংলাদেশ রেলওয়ের ২টি অঞ্চল- পূর্বাঞ্চল (চট্টগ্রাম) ও পশ্চিমাঞ্চল (রাজশাহী) এবং ৪টি বিভাগ- ঢাকা, চট্টগ্রাম, পাকশী ও লালমনিরহাট।

বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান লক্ষ্যসমূহ

- বাংলাদেশ রেলওয়ের অন্যতম লক্ষ্য জনসাধারণকে স্বল্পমূল্যে নিরাপদ, আরামদায়ক ও পরিবেশ বান্ধব পরিবহন সুবিধা প্রদান এবং যাত্রী সেবার মান উন্নয়ন করা।
- রেললাইন, স্টেশন, অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা।

- রেল ইঞ্জিন, কোচ, ওয়াগন রক্ষণাবেক্ষণ, আধুনিকীকরণ ও প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা।
- সিগন্যালিং ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ, আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ।
- রেলওয়ের ভূ-সম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা।
- ক্রমবর্ধমান চাহিদার আলোকে রেল পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।

এক নজরে বাংলাদেশ রেলওয়ে

- রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ৪৪৩৮.৪০ ট্র্যাক কি.মি. (৩০৯৩.৩৮ রুট কি.মি.)
- সারাদেশে চলাচলকারী যাত্রীবাহী ট্রেনের সংখ্যা ৩৫৭ টি
- আন্তঃনগর ট্রেন ১০৪ টি
- মেইল, এক্সপ্রেস ও কমিউটার ট্রেন ৯৯ টি
- ডেমু (কমিউটার) ট্রেন ২৮ টি
- লোকাল এবং মিক্সড ট্রেন ১২০ টি
- কন্টেইনার ট্রেন ১০ টি
- মালবাহী ট্রেন ৩০ টি
- আন্তঃদেশীয় ট্রেন (মৈত্রী এক্সপ্রেস ও বন্ধন এক্সপ্রেস) ৬টি
- ইঞ্জিন (বিজি ৯২, এমজি ১৭১) ২৬৩ টি
- কোচ (বিজি ৪৬৮, এমজি ১২০৩) ১৬৭১ টি
- ওয়াগন (বিজি ৯৫৬, এমজি ২২৬৪) ৩২২০টি
- রেলওয়ে স্টেশন ৪৮৩ টি।

বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক সেবা দান

- বাংলাদেশ রেলওয়ে যাত্রী পরিবহনের জন্য আন্তঃনগর, মেইল, এক্সপ্রেস, কমিউটার ও লোকাল ট্রেন পরিচালনা করে। এছাড়া চাহিদা সাপেক্ষে মিলিটারি স্পেশাল, বিভিন্ন স্পেশাল ট্রেন পরিচালনা করে।
- যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে কম্পিউটারাইজড সিট রিজারভেশন এন্ড টিকেটিং সিস্টেম (সিএসআরটিএস), ই-টিকেটিং ও "Rail Sheba" এ্যাপসের মাধ্যমে টিকেট প্রাপ্যতা, টিকেট ক্রয়, টিকেট ভেরিফিকেশন, রিভিউ, টিকেট সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ, ট্রেনের ভাড়া, সময়সূচী প্রদর্শন করা হয়।
- আন্তঃনগর ট্রেনের সকল শ্রেণির এবং মেইল ট্রেনে শীতাতপ ও প্রথম শ্রেণির যাত্রীদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।
- অভ্যন্তরীন ও আন্তঃদেশীয় যাত্রীবাহী এবং মালবাহী ট্রেন পরিচালনার মাধ্যমে পরিবহন সেবা প্রদান করে।
- কোভিড-১৯ সংক্রমণকালে আন্তঃদেশীয় (ভারত-বাংলাদেশ) মালবাহী ট্রেন, অক্সিজেনবাহী ''অক্সিজেন স্পেশাল ট্রেন'' এবং দেশের অভ্যন্তরে কৃষিজ পণ্য ও অন্যান্য পণ্য সামগ্রী পরিবহনে পার্সেল স্পেশাল ট্রেন পরিচালনা করে।
- জনসাধারণের সুবিধার্থে ''ম্যাংগো স্পেশাল'' ও পবিত্র ঈদুল আযহায় ''ক্যাটল স্পেশাল'' ট্রেন পরিচালনা করে।
- রেলওয়ে স্টেশনসমূহে শ্রেণিভিত্তিক বিশ্রামাগার ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা রয়েছে।
- নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ও বয়স্কদের জন্য বড় বড় স্টেশনে আলাদা টিকেট কাউন্টার স্থাপন এবং নারীদের জন্য আলাদা বিশ্রামাগার ও টয়লেট সুবিধা রয়েছে।
- শিশুদের মাতৃদুগ্ধ পানে গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে।

- নারী ও শিশুদের স্বাচ্ছন্দ্য ভ্রমণে ঢাকা-জয়দেবপুর রুটে তুরাগ ট্রেনে এবং ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে বগি সংরক্ষিত রয়েছে।
- বাংলাদেশ রেলওয়েতে যুদ্ধাহত ও খেতাব প্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সর্বোচ্চ শ্রেণিতে বিনা ভাড়ায় ভ্রমণের ব্যবস্থা রয়েছে।
- প্রতিবন্ধীগণ একজন সহগামীসহ আন্তঃনগর ট্রেনের শোভন/শোভন চেয়ার শ্রেণীর মোট ভাড়ার ৫০% রেয়াতি সুবিধা পাবেন। সকল আন্তঃনগর ট্রেনে প্রতিবন্ধীদের স্বাচ্ছন্দ্যে চলাচলে নির্ধারিত সংখ্যক আসন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হয়।
- যাত্রীর সুবিধার্থে আন্তঃনগর ট্রেনের টিকেট ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায় মুদ্রিত।
- রেল অঙ্গন ও ট্রেনে BSTI, BUET এবং ICDDRB দ্বারা পরীক্ষিত বাংলাদেশ রেলওয়ের নিজস্ব ব্রান্ডের "রেলপানি" বিক্রি করা হয়।

কনটেইনার পরিবহন

কমলাপুর Inland Container Depot দেশের আমদানী ও রপ্তানির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশ রেলওয়েতে ১১ এপ্রিল ১৯৮৭ সাল থেকে কনটেইনার পরিবহন শুরু এবং ৫ আগস্ট ১৯৯১ সালে কনটেইনার ট্রেন চালু হয়। বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরের মোট কনটেইনারের ৫-৭% বাংলাদেশ রেলওয়ে পরিবহন করে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে আমদানী-রপ্তানী কনটেইনার পরিবহন বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৯০,৮৪৮ TEUs কনটেইনার পরিবহন করা হয়েছে।

ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্ট (ক্রস বর্ডার)

বাংলাদেশ ও ভারত আন্তঃদেশীয় আটটি ইন্টারচেঞ্জ (ক্রস-বর্ডার) রুটের মধ্যে বর্তমানে বেনাপোল-পেট্রাপোল, দর্শনা-গেদে, রহনপুর-সিঙ্গাবাদ, বিরল-রাধিকাপুর, চিলাহাটি- হলদিবাড়ী এ পাঁচটি রুটে নিয়মিত মালবাহী ট্রেন চলাচল করছে। বেনাপোল-পেট্রাপোল রুটে আন্তঃদেশীয় সাইড ডোর কনটেইনার ট্রেন ও পার্সেল ট্রেন চলাচল করছে। উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ এর কারণে দর্শনা-গেদে রুটে আন্তঃদেশীয় যাত্রীবাহী মৈত্রী এক্সপ্রেস এবং বেনাপোল-পেট্রাপোল রুটে বন্ধন এক্সপ্রেস চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যৌথভাবে ২৭ মার্চ, ২০২১ খ্রিঃ আন্তঃদেশীয় যাত্রীবাহী "মিতালী এক্সপ্রেস" ট্রেন চিলাহাটি-হলদিবাড়ী রুটে চলাচলের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

রেলওয়ের তথ্য ও ডিজিটাল প্রযুক্তি সেবা

- আন্তঃনগর ট্রেনসমূহের অনলাইন টিকেটিং ব্যবস্থা ২৯ মে, ২০১২ হতে চালু রয়েছে।
- মোবাইল APP'এ টিকেট ক্রয়ের ব্যবস্থা ২৮ এপ্রিল, ২০১৯ হতে চালু রয়েছে।
- দেশব্যাপী ট্রেন ট্রাকিং ও মনিটরিং সিস্টেম চালুকরণ।
- রেলওয়ে স্টেশনে ওয়াই-ফাই স্থাপনের মাধ্যমে ফ্রি-ইন্টারনেট সেবা চালুকরণ।
- রেলওয়ে স্টেশনে ইনফরমেশন ও ডিসপ্লে সিস্টেম চালুকরণ।
- সকল রেলরুটে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের আওতায় আনয়ন।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে সেবার মানোন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

যাত্রী সাধারণের আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিতকরণ এবং বিদ্যমান সেবার মানোন্নয়নে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের গৃহীত কার্যক্রম :

- প্রায় ৮৫০ কি.মি. জরাজীর্ণ রেলওয়ে ট্রাকের সার্বিক মানোন্নয়ন।
- ৫৭টি স্টেশন বিল্ডিং এর প্লাটফরম উঁচুকরণসহ মানোন্নয়ন ও আধুনিকায়ন।
- ১০০টি (৫০টি ব্রডগেজ ও ৫০টি মিটারগেজ) যাত্রীবাহী কোচ পুনর্বাসন।
- জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবনকাল নিয়ে প্রথম "ভ্রাম্যমাণ বঙ্গবন্ধু যাদুঘর" স্থাপন।

চলমান গুরত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ

- পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প।
- বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতু নির্মাণ প্রকল্প।
- দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ।
- আখাউড়া-লাকসাম পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ডাবল রেললাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান রেল লাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর।
- খুলনা হতে মংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ।
- বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েলগেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ।
- বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৭০টি মিটার গেজ ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ সংগ্রহ।
- ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে মিটারগেজ রেল লাইনের সমান্তরাল একটি ডুয়েলগেজ রেল লাইন নির্মাণ।
- বাংলাদেশ রেলওয়ের খুলনা-দর্শনা ডাবল লাইন নির্মাণ।
- বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২০টি মিটারগেজ লোকোমোটিভ এবং ১৫০টি মিটারগেজ যাত্রীবাহী ক্যারেজ সংগ্রহ।
- বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিং স্টক সংগ্রহ প্রকল্পের আওতায় নতুন ৪০টি বিজি লোকোমোটিভ, ১২৫টি লাগেজ ভ্যান ও ১০০০টি ওয়াগন সংগ্রহ।
- জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ-জামালপুর সেকশনে বিদ্যমান মিটারগেজ রেল লাইনের সমান্তরাল একটি ডুয়েলগেজ রেললাইন নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা।
- ঢাকা-চট্টগ্রাম সেকশনে ইলেকট্রিক ট্র্যাকশন (ওভারহেড ক্যাটিনারী ও সাব-স্টেশন) প্রবর্তনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা।
- বাংলাদেশ রেলওয়ের সাথে আন্তঃদেশীয় সংযোগ (ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে, সাসেক, এসক্যাপ, বিবিআইএন) স্থাপন কার্যক্রমের প্রকল্প চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন সহযোগীদের ভূমিকা

বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়নে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা- জাইকা, চায়না অর্থায়নপুষ্ট, ভারত সরকারের অর্থায়ন, এডিবি এবং ইডিসিএফ সক্রিয় সহযোগিতা করছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা:

রেলওয়ে মাস্টারপ্ল্যান

রেলওয়েকে একটি জনবান্ধব পরিবহন ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ৩০ জুন, ২০১৩ খ্রিঃ ২০ বছর মেয়াদী একটি মাস্টারপ্ল্যান অনুমোদন করে এবং ৩০ জানুয়ারি, ২০১৮ খ্রিঃ মাস্টারপ্ল্যানটি হালনাগাদ করা হয়। সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে রেলওয়ে মাস্টারপ্ল্যানে অন্তর্ভুক্তির আওতায় ২৩০টি প্রকল্প পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বাংলাদেশ রেলওয়ে

বাংলাদেশ রেলওয়েকে আধুনিক, যুগোপযোগী গণপরিবহণ মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে নিম্নলিখিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে:

- ৭৯৮ কি.মি. নতুন রেলপথ নির্মাণ।
- ৮৯৭ কি.মি. ডুয়েলগেজ ডাবল রেললাইন নির্মাণ।
- ৮৪৬ কি.মি. বিদ্যমান রেলপথ পুনর্বাসন।
- ৯টি গুরুত্বপূর্ণ রেলসেতু নির্মাণ, নতুন আইসিডি নির্মাণ এবং লেভেল ক্রসিং গেটসহ অন্যান্য অবকাঠামোর মানোন্নয়ন।
- রেলওয়ের ১৬০টি লোকোমোটিভ, ১৭০৪টি যাত্রীবাহী ক্যারেজ সংগ্রহ।
- ওয়ার্কশপ নির্মাণ এবং আধুনিক রক্ষণাবেক্ষণ ইক্যুইপমেন্টস সংগ্রহ।
- ২২২ টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার মানোন্নয়ন।
- রেলওয়ে ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

বর্তমান সরকারের আমলে ২০০৯ থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ রেলওয়ের অর্জিত উল্লেখযোগ্য সাফল্যের সার-সংক্ষেপ

কার্যক্রম	অর্জন
নতুন রেল লাইন নির্মাণ	৫০০.৩৯ কি.মি.
মিটারগেজ রেল লাইন ডুয়েলগেজে রূপান্তর	২৮৭.১০ কি.মি.
রেল লাইন পুনর্বাসন/পুন:নির্মাণ	১২৭১.৮১১ কি.মি.
নতুন স্টেশন বিল্ডিং নির্মাণ	১০৪টি
স্টেশন বিল্ডিং পুনর্বাসন/পুন:নির্মাণ	১৯২টি
নতুন রেল সেতু নির্মাণ	৪৮৪টি
রেল সেতু পুনর্বাসন/পুন:নির্মাণ	৬৪৪টি
লোকোমোটিভ সংগ্রহ	৭৪টি (৪০টি এমজি ও ৩৪টি বিজি)
যাত্রীবাহী ক্যারেজ সংগ্রহ	৫২০ (২২০টি বিজি ও ৩০০টি এমজি)
যাত্রীবাহী ক্যারেজ পুনর্বাসন	৪৬০টি (২১০টি বিজি ও ২৫০টি এমজি)
মালবাহী ওয়াগন সংগ্রহ	৫১৬টি এবং ৩০টি ব্রেক ভ্যান
মালবাহী ওয়াগন পুনর্বাসন	২৭৭টি
সিগন্যালিং ব্যবস্থা উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ	১২৩টি স্টেশন
সিগন্যালিং ব্যবস্থা পুনর্বাসন	৯টি স্টেশন (কালুখালি-ভাটিয়াপাড়া সেকশন)
নতুন ট্রেন চালুকরণ	১৪৪টি (মিতালি এক্সপ্রেসসহ)
চলমান ট্রেন সার্ভিস বর্ধিতকরণ	৪৪টি
হুইল লেদ মেশিন (ডুয়েলগেজ) স্থাপন	১টি
দুর্ঘটনা রিলিফ ক্রেন সংগ্রহ	৬টি
বন্ধ রেলওয়ে সেকশন চালুকরণ	৪টি (কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া,পাঁচুরিয়া-ফরিদপুর,বিরল-বিরল বর্ডার, চিলাহাটি-
	চিলাহাটি বর্ডার)
"রেলসেবা" মোবাইল অ্যাপ	চালুকৃত
ট্রেন ট্র্যাকিং ও মনিটরিং সিস্টেম	চালুকৃত
অটোমেটিক ট্রেন ওয়াশিং প্লান্ট	২টি (ঢাকা ও রাজশাহী)